প্রথম আলো

তারিখ: 17 NOV 2015
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: [illegible]

কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে তাড়াশে অসন্তোষ

আশীষ-উর-রহমান ও এনামুল হক, সিরাজগঞ্জ থেকে ●

সরেজমিন সিরাজগঞ্জ ৪

জাতীয়করণ নিয়ে দুই কলেজের মধ্যে দ্বন্দ্বে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলা সদরে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তিন দিন ধরে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। প্রস্তুতি চলছে নাগরিক আন্দোলনেরও।

গত রোববার তাড়াশে গিয়ে দেখা গেছে, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তাড়াশ ডিগ্রি কলেজ চত্বরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সমাবেশ করছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ছুটিতে। উপাধ্যক্ষ মীর হোসনে আরা ও অন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ক্ষোভের কারণ জানা গেল। এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে। তাড়াশের পাঁচ খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে গাজী ম ম আমজাদ হোসেন বর্তমানে তাড়াশ-রায়গঞ্জ আসনের সাংসদ। অধ্যাপক হোসেন মনসুর কলেজটির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান। অনেক দিন থেকেই কলেজটি জাতীয়করণের চেষ্টা চলছিল।

এর মধ্যে ২০০৯ সালে হোসেন মনসুর শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে বিনোদপুর গ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব আইডিয়াল কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই কলেজেরও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি।

কলেজটি এখনো এমপিওভুক্ত (বেতন বাবদ মাসিক সরকারি অনুদান) হয়নি। কিন্তু গত ১ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন স্থানের ১৫০টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের যে তালিকা করেছে, তাতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব আইডিয়াল কলেজের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্প্রতি এ তথ্য জানার পর থেকেই তাড়াশ ডিগ্রি কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁদের সঙ্গে ছোট্ট এই শহরের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষও যোগ দিয়েছেন। গত শনিবার কলেজের শিক্ষকেরা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। রোববার তাঁরা কলেজের সামনে মানববন্ধন করেন।

> ❝ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় যদি বঙ্গমাতা কলেজ জাতীয়করণ করাও হয়, তবে তার সঙ্গে যেন তাড়াশ কলেজকেও জাতীয়করণ করা হয়
>
> **ম ম আমজাদ হোসেন**
> সাংসদ

এরপর 'সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে' হয় বিক্ষোভ সমাবেশ। সমাবেশ শেষে তাড়াশ ডিগ্রি কলেজকে দ্রুত জাতীয়করণ করার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান খানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

তাড়াশ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, তাঁদের কলেজে বর্তমানে পাঁচটি বিষয়ে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্বে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। শিক্ষক-কর্মচারী ১০২ জন। প্রায় ১০ একর জায়গার ওপর কলেজের তিনটি তিনতলা ভবন ও খোলামেলা প্রাঙ্গণ।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা আইডিয়াল কলেজে গিয়ে দেখা গেল, তাড়াশ-বারুহাস সড়ক থেকে খানিকটা দূরে খোলা মাঠে কলেজের দ্বিতল পাকা ভবন। সড়ক থেকে কলেজ পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা তৈরি করছেন নির্মাণশ্রমিকেরা। কলেজ বন্ধ। ফোনে অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের কলেজে এখনো সম্মান পর্ব চালু হয়নি। আপাতত উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠদান চলছে। প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ৪২ জন, দ্বিতীয় বর্ষে ৪৯ জন। শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৩০। এমপিওভুক্তি এখনো হয়নি। এমপিওভুক্ত

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে তাড়াশে অসন্তোষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

হওয়ার আগেই কী করে জাতীয়করণ হচ্ছে, জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, এ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই।

তাড়াশ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকেরা জানালেন, পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হোসেন মনসুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কলেজটি জাতীয়করণের জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। অথচ তা না করে নিজের প্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে জাতীয়করণের উদ্যোগ নিয়েছেন।

এর আগে ২০১৩ সালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কলেজটি জাতীয়করণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) একটি পরিদর্শক দল এসেছিল। এরপর থেকে তাড়াশ কলেজ ও শহরে অসন্তোষ শুরু হয়। এখন জাতীয়করণের প্রস্তাবিত তালিকায় ওই কলেজের নাম ওঠায় অসন্তোষ বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে।

তাড়াশ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীদের আরও একটি ক্ষোভের কারণ, তালিকায় বঙ্গমাতা কলেজের ঠিকানায় বিনোদপুর গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ঠিকানা দেওয়া হয়েছে তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। সরকার প্রতিটি উপজেলা একটি করে কলেজ জাতীয়করণের পরিকল্পনা করেছে। বঙ্গমাতা কলেজের ঠিকানায় তাড়াশ উল্লেখ করায় ভবিষ্যতে তাড়াশ ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যাবে বলে তাঁদের ধারণা।

জানতে চাইলে অধ্যাপক হোসেন মনসুর মুঠোফোনে জানান, দুই কলেজের মধ্যে তুলনা বা প্রতিযোগিতার কোনো কারণ নেই। বঙ্গমাতা কলেজটি শহরে না হলেও, তাড়াশ সদরেই। কাজেই ঠিকানা নিয়েও কোনো বিভ্রান্তি নেই। তিনি দাবি করেন, দুটি কলেজেই জাতীয়করণের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করেছেন। তারপর গত এক বছর তিনি আর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। কাজেই তদবির করে নতুন কলেজটি জাতীয়করণের চেষ্টা করছেন বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা-ও ঠিক নয়।

হোসেন মনসুর আরও বলেন, বঙ্গমাতার নামে একটি কলেজ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন চাইলে প্রধানমন্ত্রীই তাঁকে শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত এলাকায় কলেজটি করতে বলেন। তিনি তা-ই করেছেন। তাড়াশে তিনি আরও বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করেছেন। তিনি বলেন, তাড়াশ কলেজকে জাতীয়করণ করলে তিনি দুঃখ পাবেন না, বরং আনন্দিতই হবেন। কারণ ওই কলেজটিরও তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা।

সাংসদ ম ম আমজাদ হোসেন বলেন, তাড়াশ কলেজ জাতীয়করণ [illegible]রা তাড়াশবাসীর প্রাণের দাবি। জাতীয়করণের জন্য সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী যা যা যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, তার সবই এই কলেজে আছে। এখন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় যদি বঙ্গমাতা কলেজ জাতীয়করণ করাও হয়, তবে তার সঙ্গে যেন তাড়াশ কলেজকেও জাতীয়করণ করা হয়।

সংশোধনী: 'মাধ্যমিকের সব শ্রেণিতেই বিবাহিত ছাত্রী' শিরোনামে গতকাল প্রকাশিত খবরে জেলা প্রশাসকের বরাত দিয়ে বলা হয়, '২০১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত তাঁদের কাছে ৭৫০টি বাল্যবিবাহের ঘটনার খবর আসে।' জেলা প্রশাসক মো. বিল্লাল হোসেন গতকাল জানান, এই বাল্যবিবাহগুলো তাঁরা প্রতিরোধও করেছেন।

গত ১৪ নভেম্বর প্রকাশিত 'বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাই বিপন্ন' শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পিডিবির আবাসিক প্রকৌশলী জানিয়েছেন, ৩৩/১১ কেভির উপকেন্দ্র দুটি ১৯৮২ সালে নয়, ১৯৯০ সালে স্থাপিত। তবে ব্রেকার ও সঞ্চালন লাইন ঠিক আছে। কারিগরি ত্রুটির জন্য মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ বিচ্যুতি হয়।